পাঠক ফোরাম

অন্যরকম প্রতিবাদ

স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সেমিনার, বক্তৃতা, বিবৃতিতে গলদঘর্ম হচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত চিত্রটা কেমন? ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কী? তাই যখন চারুকলা ইনস্টিটিউটের সিমি নারীর স্বাধীনতা, নারীর অবাধ চলাচল... ইত্যাদির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চলে যান আরো নীরবে— না ফেরার দেশে, তখন আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু আমরা তো ভাষাহীন, মূক, বধির, অন্ধ... নই। এই মর্মস্পর্শী ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। শাস্তি দাবি করছি জড়িতদের।

সামুয়েল ইকবাল
মুন্সিপাড়া, রংপুর

সন্ত্রাসনীতি

ইদানীং দেশে যে রাজনীতি চলছে তাকে ঠিক রাজনীতি বললে ভুল বলা হবে। একে সন্ত্রাসনীতি বললে বোধ হয় ঠিক হবে। কারণ প্রতিটি সরকার ক্ষমতায় এসেই সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। তার দলের মন্ত্রী-এমপি থেকে শুরু করে গ্রামের পাতি নেতারাও এ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। এদেশের সব রাজনৈতিক দলের একই নীতি। আর মাঝখান থেকে প্রতারণার শিকার হই আমরা।

মাহাবুব হোসেন
তালেপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

একজন কলম সন্ত্রাসী

আবদুল গাফফার চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই তথ্য সন্ত্রাসীর ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছেন। একজন ভালো মানুষের, দেশপ্রেমিকের মুখোশ পরে তিনি এই কাজটি করছিলেন। এবার সাপ্তাহিক ২০০০ তার মুখোশটি টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। এ ধরনের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের জন্য গোলাম মোর্তোজাকে ধন্যবাদ। গাফফার চৌধুরী লন্ডনে 'যায়যায়দিন' ও 'সাপ্তাহিক ২০০০' পান না বলেছেন। অথচ লন্ডনে বাংলাদেশের সবচে' পাঠকপ্রিয় পত্রিকাই এ দুটি। ভাবতে অবাক লাগে, তিনিই আমাদের মহান একুশের গানটির রচয়িতা। আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করতে চাই। কিন্তু তিনি নিজেকে অপমানিত হতে বাধ্য করেছেন। তার মতো বিকারগ্রস্ত, পোষ্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এখন সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না। এ ধরনের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আজ দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে সব অর্থেই পরিত্যাজ্য।

শামসুল হক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দলীয়করণ

আমাদের দেশে যখন যে সরকার আসে, তখন সবকিছুই তাদের অধীনে চলে যায়। মনে হয় নিজেদের দলের একক সম্পত্তি এই বাংলাদেশ। সবকিছুতেই দলীয়করণ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের ক্রীড়াজগৎও এর উর্ধ্বে নয়। এবার পাকিস্তানের সঙ্গে কোকাকোলা টেস্ট ম্যাচে অল রাউন্ডার দুর্জয়কে বাদ দেয়া হয়েছে। ফুটবলেও নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে নিজেদের পছন্দ মত এডহক কমিটি করা হয়েছে। যার কারণে ফুটবলের সর্বোচ্চসংস্থা ফিফা থেকে বহিষ্কার হলো বাংলাদেশ। ফুটবলের এই ক্রান্তিলগ্নে ফিফার এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ফুটবলকে হত্যা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আমাদের ফুটবলকে হারাতে চাই না। ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শিল্পী, পপুলার হাউজিং, বড়বাগ,
মিরপুর, ঢাকা

রাষ্ট্রপতির পুরস্কার

বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ চরমভাবে পরাজিত হবার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের চরিত্র হননে উঠে পড়ে লাগে। এমনকি কতিপয় সাংবাদিক-কলামিস্টরা মিলে সাবেক প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তি একেবারে ধুলায় মিশিয়ে দেবার প্রয়াস চালায়। তিনি নীরব থেকেছেন অনেকদিন। অবশেষে বাধ্য হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সংবাদপত্রে মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছেন। এরপর আশা করা হয়েছিল এ নিয়ে আর কোনো কথা হবে না। কিন্তু তা হয়নি। বরং আওয়ামী লীগের সিনিয়র দুই নেতা উল্টো রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলেছেন— তার জন্য নাকি অপেক্ষা করছে ক্ষমাহীন রায়। এতে বোঝাই যাচ্ছে চরিত্র হননের ঝড় থামবে না। বরং আরো বাড়বে। অথচ এই মহান ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য '৯৬-এ শেখ হাসিনা আদাজল খেয়ে নেমেছিলেন। তারই অনুরোধে তিনি প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হন।

লাড্‌লা
পিলখানা, ঢাকা

হরতালের রাজনীতি

প্রতিবাদ জানানোর ভাষা হিসাবে হরতাল এখনো একটি হাতিয়ার। যদিও অতি ব্যবহারে এখন ভোঁতা এবং পুলিশি ব্যবস্থার কারণে সীমিতও বটে। যে রাজনৈতিক উদ্দেশে হরতাল ডাকা হয় তা পুরণ হয় কদাচিৎ। অথচ হরতাল নামে হাতিয়ারটি কোনো যথাযথ কারণ ছাড়াই আমাদের দেশে ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান বিরোধী নেত্রী ক্ষমতায় থাকতে বলেছিলেন— তিনি আর হরতাল করবেন না। ব্যবসায়ী, শ্রমিক, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন ভুক্তভোগী মহল তখন অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিল তাকে। তবে তিনি সে কথা আর রাখতে পারেননি। ওয়াদা বরখেলাপ করে তিনি পুনরায় আত্মঘাতী খেলায় নেমেছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে— সরকারের গণবিরোধী কর্মকান্ডের কারণে হরতাল দিতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। সাবেক বিরোধীদলও একই কথা বলে বার বার হরতাল দিতো।

সৈয়দ বজলুল করিম
পিলখানা, ঢাকা

চাই সচেতনতা

গ্রামে, সফস্বল শহরে এখনো বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়েছে। এর কুফলে প্রতিবছর অনেক গর্ভবতী মা মারা যায়। বাল্যবিবাহ রোধ কল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত। যেমন— পাত্র-পাত্রীর জন্ম সনদ অথবা তাদের এসএসসি সার্টিফিকেট অথবা স্কুলে ভর্তি হবার সময় যে জন্ম তারিখ লেখা হয়েছিল (যদি বর্তমানে সে আর স্কুলে যায় না) অথবা ইউনিয়ন কাউন্সিল/পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক দেওয়া সনদ, যাতে পরিষ্কারভাবে লেখা থাকবে যে, তারা বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক। এগুলো ছাড়া যে কোনো বিয়ে কাজী রেজিস্ট্রি করতে পারবে না। কমপক্ষে সাত দিন আগে উপরোক্ত সনদগুলো নিয়ে কাজীর কাছে বিয়ের কাবিননামা করার জন্য দরখাস্ত করতে হবে জানাতেই হবে/ অনুমতি নিতে হবে। প্রতি মাসে থানা পর্যায়ে সব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ, এলাকার সব কাজীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ সভা/ আলোচনা/ পর্যালোচনা করতে হবে। জেলা রেজিস্ট্রারকে প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে সব কাজীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ আলোচনা এবং রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। কাজীদের নিজ নিজ এলাকায় সভা/আলোচনা সভা করে প্রতি

একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস-দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি পেতেই জনগণ রায় দিয়েছিল বিএনপিসহ চারদলীয় জোটকে। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং আওয়ামী লীগ যা গত পাঁচ বছরে করেছে বিএনপি, জামায়াত গত তিন মাসে তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে। বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ এখনই চরম আকার ধারণ করেছে। যে কোনো সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন নিয়ন্ত্রণ করে বিএনপিপন্থিরা। আগে তা করতো আওয়ামী লীগাররা। তবে বিএনপি'র মত এতো বেশি মাত্রায় নয়। নিয়োগ, বদলি, বাধ্যতামূলক অবসরদানে বিএনপি পূর্বের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনও কখনো দেশে এতটা চরম আকার ধারণ করেনি। তবে কি আমরা যে বলয় থেকে মুক্ত হতে চেয়েছি, তার চেয়েও কোনো কঠিন বলয়ে বন্দী হয়ে পড়ছি!

রফিকুল আলম, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা

টোকাই

সপ্তাহে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে হবে।

ডাঃ আবুল হাসান বুলু
হাজিবাড়ী, বোতলাগাড়ী
সৈয়দপুর, নীলফামারী

সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র

বেশ ক'বছর ধরেই ঢালিউডের সিংহভাগ ছবি দর্শক টানার জন্য ব্যবহার করছে নানা রকম কৌশল। এর ফলে চলচ্চিত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে অশ্লীলতা, সংযোজিত হচ্ছে কাটপিস। এর ফলে একদিকে যেমন মেদভুঁড়ি ও শরীর সর্বস্ব একশ্রেণীর নায়িকার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প। গ্রহণযোগ্য বাণিজ্যিক ধারার ছবি নির্মাণে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত বেশ কিছু প্রোডাকশনও এখন চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত। কিন্তু রুচিশীল দর্শকরা চলচ্চিত্র শিল্পের এই করুণ দৃশ্য আর দেখতে আগ্রহী নন। তারা চান সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র। তাই নির্মাতাদের প্রতি অনুরোধ, নীল সেলুলয়েড দিয়ে চলচ্চিত্র ব্যবসা না করে সুস্থ, সুন্দর ছবি নির্মাণ করুন, অশ্লীল চলচ্চিত্র বর্জন করুন এবং সুন্দর চলচ্চিত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা দিন।

খন্দকার হাসান শাহরিয়ার
hasan1@bijoy.net

দৃষ্টিভ্রম

সম্প্রতি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী বলেছেন তিনি নাকি লন্ডনে দুটো পত্রিকা পান না। একটি হচ্ছে 'যায়যায়দিন' এবং অপরটি 'সাপ্তাহিক ২০০০'। দুটো পত্রিকাই বিদেশে অত্যন্ত পাঠকনন্দিত। অথচ সেগুলো নাকি তিনি লন্ডনে বসে পান না। তিনি কি কোনো নিউজ পেপার স্ট্যান্ডে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন? সেখানে দুটো পত্রিকা ছিলো কিন্তু তিনি দেখতে পাননি। পাবেন কি করে? তিনি তো দেখেন এক চোখ দিয়ে। লেখেন একপেশে। তার পক্ষে এ দুটো পত্রিকা না দেখা বা না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এ দুটো পত্রিকাকে তিনি পত্রিকাই মনে করেন না। যেমনটা তিনি মনে করেন না রয়টার একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রথম শ্রেণীর সংবাদ সংস্থা। কারণ ডা. ইকবালের পিস্তল হাতে যে ছবিটিকে তিনি ফিল্ম ডক্টরিং বলেছেন সেই ছবিটি সর্বপ্রথম ধারণ করে রয়টারই। সবশেষে মিঃ চৌধুরীকে বলছি, লন্ডনে যদি এ দুটো পত্রিকা না-ই পেয়ে থাকেন তবে তাদের ওয়েবসাইটে ক্লিক করে দেখতে পারেন।

এস.এম. নওশের
dico@bijoy.net

চিকিৎসক সমাচার

বাংলাদেশে অনেক নামী-দামী ডাক্তার আছেন, যারা বিভিন্ন হাসপাতালে বা ক্লিনিকে রোগীদের দেখে থাকেন। প্রাইভেট ক্লিনিকে তাদের কাছে রোগী দেখানোর জন্য আগে থেকেই নাম লেখাতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, নামী-দামী ডাক্তারের সহকারী এমবিবিএস ডাক্তারই রোগীদের প্রেসক্রিপশন লেখেন। অনেক বড় ডাক্তার দায়সারাভাবে রোগীদের দেখেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রোগী যদি ডাক্তারের কাছে প্রাণ খুলে কথাই না বলতে পারেন তবে তার চিকিৎসাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের নামী-দামী চিকিৎসকদের অনুরোধ করছি যে, রোগী একটু সময় নিয়ে দেখুন, যাতে রোগী নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে।

ডাড্‌লী
মিরপুর, ঢাকা

মহান রাষ্ট্রপতি

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা বোধ করি এরপর থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে কথা বলবেন। সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, যাকে জাতির বিবেক বলে জানি; সম্ভবত তারও ধৈর্যের শেষ সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে... আমরা এই দিনটিরই অপেক্ষায় ছিলাম।

খালেদা মমতাজ
nmm@bdcom.com

ক্রী ড়া ঙ্গ নে রা জ নী তি

আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ আর অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ফিফার নিষেধাজ্ঞার এই খবরে দেশের ১৩ কোটি মানুষ হতভম্ব হয়ে গেছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে নির্বাচিত কমিটিকে বাতিল করে এডহক কমিটি নির্বাচিত করার কারণে ফিফাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ফিফা এই এডহক কমিটি বাতিলের অনুরোধ করলেও বর্তমান জোট সরকার তাতে কর্ণপাত তো করেইনি উল্টো সাফাই গেয়েছে সরকারের সিদ্ধান্তে তারা অনড় থাকবে। যার ফলশ্রুতিতে ক্রীড়াঙ্গনের এই বেহাল অবস্থা। বর্তমান সরকার আসার পর থেকেই দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গায় বিগত সরকারের আমলে করে যাওয়া সবকিছুরই বিরোধিতা করতে। এর মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়, বর্তমান সরকার ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে এবং প্রত্যেকেই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই দলীয় লোকদের পছন্দানুযায়ী নিয়োগ দিচ্ছে। ফিফার এই নিষেধাজ্ঞা দেশের ফুটবলপ্রেমী মানুষদের হতাশ করেছে শুধু রাজনীতির হস্তক্ষেপের কারণে। ক্রীড়াঙ্গনকে কী রাজনীতি থেকে দূরে রাখা যায় না?

ইকবাল পাশা, iqbal111bd@yahoo.com

শীতবস্ত্র

ঋতু চক্রের আবর্তে আবার এসেছে শীতকাল। দেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী এই সময়টাতে শীতবস্ত্রের অভাবে ভীষণ কষ্ট পায়। প্রতি বছর উত্তরাঞ্চলে কেবল মাত্র প্রচন্ড শীতে, শীতবস্ত্রের অভাবে মারা যায় মানুষ। আমরা কি সেই সব মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না? তাদের দুটো শীতবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারি না?

রিপন, মিন্টু, সোহাগ
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

সেশনজট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন সেশনজটের শিকার। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য বদলে যে পরিমাণ তৎপরতা দেখিয়েছেন সেই পরিমাণ তৎপরতা যদি সেশনজট নিরসনে দেখাতেন তবে অনেক শিক্ষার্থীর জীবন আজ বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তি পেতো।

সারওয়ার আলম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

নতুন কুঁড়ি

বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিশু প্রতিভা অন্বেষণের অনুষ্ঠান নতুন কুঁড়ি। নতুন কুঁড়িতে অংশ নেয়ার জন্য সারা বছর জুড়েই শিশুদের মধ্যে চলতো শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা। নতুন কুঁড়িকে ঘিরে চলতো উৎসবমুখর প্রতিযোগিতার আয়োজন। আজকের অনেক তারকা শিল্পীর জন্ম নতুন কুঁড়ির মাধ্যমে। কিন্তু দীর্ঘদিন এই প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকায় শিশুরা মুক্ত সংস্কৃতির চর্চা এবং বিকাশ থেকে অনেকটা বঞ্চিত ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে শিশু প্রতিভা ও সংস্কৃতির বিকাশে আরো গতিশীলতার সঞ্চার করলেন।

ফওজিয়া হক
কাজিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া